গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫
ওয়েবসাইট: www.pmo.gov.bd

প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা সহায়তা তহবিলের আওতায় পিএইচডি বৃত্তি বিজ্ঞপ্তি

নথি নং-০৩.০০.২৬৯০.০৭৪.০০.০০১.২০২৪-২৬; তারিখঃ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ খ্রিঃ
০২ ফাল্গুন, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

গবেষণা ও জাতীয় চাহিদার ভিত্তিতে উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিপ্রায় অনুযায়ী "প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা সহায়তা তহবিল" থেকে প্রতি বছর গবেষকদের বৃত্তি প্রদান করা হয়ে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জন্য বৃত্তি প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

২। প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা সহায়তা তহবিল নীতিমালার আওতায় ২০২৪ সালের বৃত্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়/গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে নীতিমালায় উল্লিখিত বিষয়সমূহে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের নাগরিকদের নিকট থেকে নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে। যথাঃ (ক) অর্থনীতি/সামাজিক বিজ্ঞান; (খ) জীব বিজ্ঞান; (গ) ফার্মেসী, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও কমিউনিটি মেডিসিন; (ঘ) ভৌত বিজ্ঞান; (ঙ) প্রকৌশল ও কম্পিউটার বিজ্ঞান; (চ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি; (ছ) খাদ্য, কৃষি ও সমুদ্র বিজ্ঞান; (জ) কলা/মানবিক; (ঝ) বাণিজ্য; (ঞ) আইন; (ট) জলবায়ু ও পরিবেশ বিজ্ঞান এবং (ঠ) মহাকাশ বিজ্ঞান।

০৩। **অনুচ্ছেদ-২ এ বর্ণিত বিষয়সমূহের অধীনে আশ্রয়ণ প্রকল্প, ডিজিটাল বাংলাদেশ, স্মার্ট বাংলাদেশ, নারী উন্নয়নসহ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতির উপর প্রভাব সংশ্লিষ্ট গবেষণাকে উৎসাহিত করা হবে।**

০৪। পিএইচডি ডিগ্রী অর্জনের লক্ষ্যে আবেদনকারীকে শিক্ষার সকল স্তরে ১ম বিভাগ/শ্রেণি/ন্যূনতম সিজিপিএ ৩.৫ (৪-এর মধ্যে) উত্তীর্ণ হতে হবে। আবেদনকারীকে স্ব-উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী ভর্তি থাকতে হবে বা ভর্তির জন্য নিশ্চয়তা পত্র (Letter of Acceptance) সংগ্রহ করতে হবে। ২০২৪ সাল থেকে শুরু হয়েছে এমন কোর্সে ভর্তি হয়েছেন বা ভর্তির নিশ্চয়তা পেয়েছেন এমন পিএইচডি কোর্সের গবেষকগণই কেবলমাত্র বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন।

০৫। আবেদনকারীর বয়সসীমা **অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর।** সরকারি/আধাসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত প্রার্থীদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত রেখে আবেদন করতে হবে।

০৬। প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা সহায়তা তহবিল নীতিমালায় উল্লিখিত হারে ও মেয়াদ অনুসারে বৃত্তি প্রদান করা হবে। গবেষকগণের নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত টিউশন ফি পরিশোধ করা হবে। এছাড়া উপাত্ত সংগ্রহ, বই-পুস্তক ক্রয় ও মুদ্রণ/কম্পিউটার কম্পোজের জন্য প্রত্যেক গবেষককে এককালীন অনুদান প্রদান করা হবে। গবেষণা তত্ত্বাবধায়ককে গবেষণা কার্য সমাপ্তির পর এককালীন সম্মানী প্রদান করা হবে। সহতত্ত্বাবধায়ক থাকলে তাকেও এককালীন সম্মানী ভাতা প্রদান করা হবে।

০৭। প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা সহায়তা তহবিল নীতিমালা বাস্তবায়ন কমিটি বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্রে এই নীতিমালায় উল্লিখিত আর্থিক সুবিধাদিসহ যেকোন শর্ত সংশোধন, সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারবে।

০৮। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের ওয়েবসাইট (www.pmo.gov.bd এবং www.shed.gov.bd) হতে নীতিমালা এবং আবেদনপত্রের ফরম ডাউনলোড করা যাবে। এছাড়াও নীতিমালা এবং আবেদনপত্রের ফরম সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়, আণবিক শক্তি কমিশন, বিসিএসআইআর, বিআইডিএস, বাংলাদেশ মেডিক্যাল ও ডেন্টাল কাউন্সিল এর রেজিস্ট্রারের কার্যালয় হতে সংগ্রহ এবং ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

০৯। আবেদনকারীকে সম্প্রতি তোলা ০২(দুই) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র ও মার্কশীটসমূহের সত্যায়িত কপিসহ আবেদনপত্র রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে **৩১/০৩/২০২৪** খ্রি. তারিখের মধ্যে নিম্নের ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে। খামের উপরে আবশ্যিকভাবে **'প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা সহায়তা তহবিলের আওতায় পিএইচডি বৃত্তির আবেদন'** উল্লেখ করতে হবে। শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল সার্টিফিকেট ও মার্কশীটসমূহ সাক্ষাৎকার প্রদানকালে প্রদর্শন করতে হবে। এ বৃত্তি সংক্রান্ত কোন জিজ্ঞাসা থাকলে নিম্নবর্ণিত নম্বরে (অফিস চলাকালে সকাল ৯টা হতে বিকেল ৪টা পর্যন্ত) যোগাযোগ করা যেতে পারে।

আবেদন জমা প্রদানের ঠিকানা
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (প্রশাসন-৩)
কক্ষ নং-২০৬
প্রশাসনিক ভবন
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১০০০।

Taifa
১৫/০২/২০২৪

(মীর তায়েফা সিদ্দিকা)
পরিচালক -৭
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
ফোনঃ ৫৫০২৯৪২৭
E-mail-dir7@pmo.gov.bd

প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা সহায়তা তহবিল নীতিমালা, ২০০৭

(২০২৪ পর্যন্ত সংশোধিত)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা সহায়তা তহবিল নীতিমালা

১। তহবিলের নাম:

প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা সহায়তা তহবিল।

২। তহবিল গঠনের উদ্দেশ্য:

(ক) একটি উন্নয়নশীল ও প্রগতিশীল দেশ হিসাবে দারিদ্র্য নিরসনের নিজস্ব কৌশল অবলম্বন ও প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালিত করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। বিভিন্ন উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অধীনে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের লক্ষ্যে পিএইচডি প্রোগ্রাম বিস্তৃত করার সুযোগ রয়েছে। তাই উপযুক্ত স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী গবেষকদের জন্য গবেষণা ও জাতীয় চাহিদার ভিত্তিতে উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং তাদের গবেষণার ফলাফল ও অভিজ্ঞতা পরবর্তী পর্যায়ে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যবহার করা।

(খ) দারিদ্র্য নিরসনমুখী অর্থনৈতিক কাঠামো সৃষ্টি, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পেশাগত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দক্ষ মানব সম্পদের অভাব দূর করা, পল্লী উন্নয়ন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা সম্পর্কিত গবেষণা ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, জরিপ ও সমীক্ষা ইত্যাদিসহ বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সামাজিক, বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত পেশায় গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি করা।

(গ) উপরে বর্ণিত গবেষণা কাজে গবেষকদের অর্থায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা সহায়তা তহবিল হতে বৃত্তি প্রদান করা।

৩। তহবিল গঠন:

(ক) প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত ৩.৫০ (তিন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) কোটি টাকা মেয়াদী আমানত হিসাবে জমা করে প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা তহবিল গঠন করা হয়। বর্তমানে মোট ৪টি এফ.ডি.আর. হিসাবের লভ্যাংশ হতে ১০% হারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে উক্ত তহবিলে জমা হয়। বাকী ৯০% লভ্যাংশ একটি এস.এন.ডি. হিসাবে জমা হয়। এই অর্থ দ্বারাই প্রতি বছর বৃত্তি প্রদান করা হয় যা চলমান থাকবে।

(খ) প্রধানমন্ত্রীর কোন তহবিল হতে থোক বরাদ্দের মাধ্যমে উক্ত তহবিল বর্ধিত করা যাবে।

৪। তহবিল ব্যবস্থাপনা:

(ক) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকবে। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব/সচিব ও মহাপরিচালকের যৌথ স্বাক্ষরে এ তহবিলের ব্যাংক হিসাবসমূহ পরিচালিত হবে। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিবের নেতৃত্বে একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৃত্তি বাস্তবায়ন কমিটি প্রতিবছর বৃত্তি প্রদানের জন্য বিষয় নির্বাচন, দরখাস্ত আহ্বান এবং গবেষক নির্বাচনসহ সকল কার্যক্রম গ্রহণ করবে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন পরিচালক কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন। কমিটি মনোনীত আবেদনকারীদেরকে সম্পাদিত গবেষণা কাজের অগ্রগতির বার্ষিক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তী বছরের জন্য বৃত্তি নবায়ন করবে। গবেষকগণ সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবেন এবং উক্ত সংস্থার মাধ্যমে ৬ মাস অন্তর গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন। গবেষণায় আশানুরূপ অগ্রগতি

সাধিত না হলে বা অন্য কোন অভিযোগ বা অনিয়মের কারণে বৃত্তি সাময়িকভাবে স্থগিত বা বাতিল করা যেতে পারে।

(খ) বৃত্তি প্রদানের পূর্বে গবেষকদের সংখ্যা নিরূপণপূর্বক প্রাক বাজেট প্রণয়ন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই বাজেট বহির্ভূত কোন বৃত্তি প্রদান করা যাবে না।

(গ) বৃত্তি প্রদান বিষয়ক সভার আনুষঙ্গিক ব্যয় এবং পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যয় উক্ত তহবিলের বার্ষিক মুনাফা হতে নির্বাহ করা হবে।

(ঘ) বাস্তবায়ন এবং বিশেষজ্ঞ কমিটির সদস্যবৃন্দ প্রতি সভার জন্য ৪,০০০ (চার হাজার) টাকা হারে সম্মানী ভাতা প্রাপ্য হবেন। সাচিবিক দায়িত্ব পালনকারী পরিচালককে প্রতি সভার জন্য ৩,০০০ (তিন হাজার) টাকা হারে এবং শাখার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে ২,০০০ (দুই হাজার) টাকা হারে সম্মানীভাতা প্রদান করা হবে।

৫। গবেষকের যোগ্যতা ও বয়স :

এ নীতিমালার আওতায় এমফিল গবেষণার সুযোগ নেই। আবেদনকারীকে পিএইচডি ডিগ্রির লক্ষ্যে নির্ধারিত শিক্ষাগত ডিগ্রিপ্রাপ্ত এবং শিক্ষার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১ম বিভাগ বা জিপিএ-৪.২৫ (৫.০০ এর মধ্যে) এবং স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরে ১ম শ্রেণি বা সিজিপিএ-৩.৫ (৪ এর মধ্যে) এ উত্তীর্ণ হতে হবে। বৃত্তির জন্য আবেদনের বয়স অনূর্ধ্ব ৪৫ বছর। চাকরিরত প্রার্থীগণ তাঁদের নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করে আবেদন করবেন।

৬। গবেষণার বিষয়সমূহ :

স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন, দারিদ্র্য বিমোচন, জনসংখ্যা বিষয়ক কার্যক্রম, পরিবেশ উন্নয়ন, লাগসই প্রযুক্তি/কৌশল উদ্ভাবন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের প্রযুক্তি নির্ভর, অন্তর্ভুক্তিমূলক, অসাম্প্রদায়িক, সমৃদ্ধ ও মানবিক সমাজ ও দেশ বিনির্মানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে :-

ক. অর্থনীতি/সামাজিক বিজ্ঞান;

খ. জীব বিজ্ঞান;

গ. ফার্মেসী, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও কমিউনিটি মেডিসিন;

ঘ. ভৌত বিজ্ঞান;

ঙ. প্রকৌশল ও কম্পিউটার বিজ্ঞান;

চ. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি;

ছ. খাদ্য, কৃষি ও সমুদ্র বিজ্ঞান;

জ. কলা/মানবিক;

ঝ. বাণিজ্য;

ঞ. আইন;

ট. জলবায়ু ও পরিবেশ বিজ্ঞান;

ঠ. মহাকাশ বিজ্ঞান

দ. এরোস্পেস এন্ড এভিয়েশন ইঞ্জিনিয়ারিং

ধ. ন্যানো টেকনোলজি

ন. রোবোটিক্স

প. বিগ ডাটা

ফ. আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স

ব. ইন্টারনেট অব থিংস ইত্যাদি।

সামগ্রিকভাবে জাতীয় চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হবে। নির্বাচিত বিষয়সমূহের তত্ত্বাবধায়ক ও গবেষণার স্থান, বৃত্তি বাস্তবায়ন কমিটি অনুমোদন করবে।

৭। গবেষক নির্বাচন :

(ক) প্রতি বছর কমপক্ষে ০৪ (চার) টি বহুল প্রচারিত (১টি ইংরেজী দৈনিকসহ) দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে দরখাস্ত আহ্বান করা হবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ওয়েবসাইটেও বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হবে। বিজ্ঞপ্তির কপি ওয়েবসাইটসহ ব্যাপক প্রচারণার জন্য সকল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হবে। সংশ্লিষ্ট কোর্সে ভর্তি হয়েছেন/ভর্তির নিশ্চয়তা পেয়েছেন এমন গবেষকগণ নির্ধারিত আবেদনপত্রে আবেদন করবেন। জুলাই অথবা জানুয়ারি হতে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

(খ) বৃত্তির জন্য আবেদনকারীদের স্ব স্ব উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী ভর্তির জন্য নিশ্চয়তা পত্র (Letter of Acceptance) সংগ্রহ করতে হবে। প্রাপ্ত আবেদন পর্যালোচনার পর মনোনীত হলে আবেদনকারীকে বৃত্তি প্রদানের অঙ্গীকার পত্র (Letter of Commitment) প্রদান করতে হবে। পরবর্তীতে ভর্তির প্রমাণপত্র দাখিলের পর হতে বৃত্তি কার্যকর করা হবে।

(গ) উপযুক্ত গবেষক পাওয়া সাপেক্ষে প্রতি বছর বৃত্তি প্রদান করা হবে। গবেষক নির্বাচনের জন্য একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি বৃত্তি বাস্তবায়ন কমিটিকে সহায়তা করবে। বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রার্থীদের আবেদনসমূহ নীতিমালা অনুযায়ী যাচাইবাছাই করে তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন করে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত সময়ে বাস্তবায়ন কমিটির কাছে পেশ করবে। বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশ বিবেচনান্তে বৃত্তি বাস্তবায়ন কমিটি গবেষকদের নির্বাচন করবে। নির্বাচিত গবেষকদের অনুকূলে সানুগ্রহ বৃত্তি অনুমোদনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে উপস্থাপন করা হবে।

৮। বৃত্তির হার :

পিএইচ.ডি. কোর্সে গবেষণার জন্য নিম্নোক্ত ক্রমভিত্তিক হারে বৃত্তি প্রদান করা হবে:

(ক) ১ম বছর প্রতি মাসে ৩৫,০০০ (পঁয়ত্রিশ হাজার) টাকা ।

(খ) ২য় বছর প্রতি মাসে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা।

(গ) ৩য় বছর প্রতি মাসে ৪৫,০০০ (পঁয়তাল্লিশ হাজার) টাকা।

তবে শর্ত থাকে যে, ৩য় বছরের বৃত্তির ৫০% অর্থ থিসিস জমাদানের পর প্রদান করা হবে।

(ঘ) বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন কমিটি বৃত্তির হার পরিবর্তন করতে পারবে।

৯। গবেষণার সময়সীমা ও আনুষঙ্গিক শর্তাদি :

(ক) গবেষণার মেয়াদ সাধারণতঃ তিন বছর হবে। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধায়কের সুপারিশক্রমে গবেষণার মেয়াদ সর্বোচ্চ এক বছর বৃদ্ধি করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে গবেষণার মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধি করা হলে ৪র্থ বছরেও ৩য় বছরের ন্যায় বৃত্তি প্রাপ্ত হবেন।

(খ) গবেষকগণের নিজ নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত টিউশন ফি পরিশোধ করা হবে। এক্ষেত্রে তাদের উক্ত ফি জমা প্রদানের রিসিট দাখিলপূর্বক আবেদন করতে হবে। গবেষকগণ প্রতি ০৬ মাস অন্তর তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে গবেষণা কাজের অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল করবেন। সন্তোষজনক অগ্রগতি প্রতিবেদন দাখিল সাপেক্ষে পরবর্তী কিস্তির বৃত্তির অর্থ প্রদান করা হবে ।

(গ) বৃত্তি পাবার পর প্রার্থীকে একটি চুক্তিপত্রে আবদ্ধ হতে হবে। অত্র বৃত্তি গ্রহণকালে বিনানুমতিতে গবেষকগণ অন্য কোন উৎস হতে একই গবেষণার জন্য অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন না। চুক্তির শর্ত ভংগ করলে অথবা স্বেচ্ছায় গবেষণার কাজ স্থগিত করলে বৃত্তি হিসাবে প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ ৫% ব্যাংক সুদসহ ফেরত দিতে হবে।

(ঘ) গবেষকগণ নিয়মিত গবেষক হিসাবে গবেষণায় নিয়োজিত থাকবেন এবং ইচ্ছে করলে বৃত্তি প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে গবেষণাকালীন অন্য কোন চাকুরীর জন্য আবেদন করতে পারবেন

ঙ) গবেষকগণের গবেষণাকর্ম সম্পন্নের পর Peer Reviewed Journal-এ ন্যূনতম ০২টি প্রকাশনা থাকতে হবে। গবেষণা শেষ হওয়ার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে গবেষকগণ তাঁদের তত্ত্বাবধায়কের মাধ্যমে সমাপনী প্রতিবেদনসহ মূল থিসিসের দু'টি কপি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পেশ করবেন।

১০। বিবিধ :

উপাত্ত সংগ্রহ, বই-পুস্তক ক্রয় ও অভিসন্দর্ভের মুদ্রণ/কম্পিউটার কম্পোজের জন্য গবেষণার ক্ষেত্র অনুযায়ী পিএইচ.ডি. গবেষককে সর্বোচ্চ এককালীন ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা অনুদান প্রদান করা হবে। পিএইচ.ডি. কোর্স-এর গবেষণা পরিচালনায় নির্দেশনা প্রদানের জন্য গবেষণা তত্ত্বাবধায়ককে এককালীন সম্মানী বাবদ ৬০,০০০ (ষাট হাজার) টাকা প্রদান করা হবে। যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক থাকলে তাকে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা সম্মানী প্রদান করা হবে।

প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা সহায়তা তহবিল

বাস্তবায়ন কমিটি

১।	প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব	সভাপতি
২।	চেয়ারম্যান, পাবলিক সার্ভিস কমিশন	সদস্য
৩।	সিনিয়র সচিব/সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪।	প্রধানমন্ত্রীর সিনিয়র সচিব/সচিব	সদস্য
৫।	উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৬।	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৭।	উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৮।	উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৯।	মহাপরিচালক-২, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	সদস্য

কমিটির কার্যপরিধি (Terms of Reference) :

১। কমিটি বৃত্তি প্রদানের ক্ষেত্র, নীতিমালা ও পদ্ধতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

২। কমিটি প্রতি বৎসর পিএইচ.ডি. গবেষণার জন্য ছাত্র/ছাত্রী/গবেষকদের নিকট থেকে আবেদনপত্র আহবান ও পর্যালোচনাক্রমে গবেষক নির্ধারণ করবে।

৩। কমিটি সংশ্লিষ্ট গবেষকের গবেষণা কার্যক্রমের বাৎসরিক অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করবে।

৪। সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়।

প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা সহায়তা তহবিল

বিশেষজ্ঞ কমিটি

১।	উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	সভাপতি
২।	উপাচার্য, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৩।	উপাচার্য, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য
৪।	উপাচার্য, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	সদস্য

কমিটির কার্যপরিধি (Terms of Reference) :

(ক) বিশেষজ্ঞ কমিটি নিজস্ব কার্যপরিধি নির্ধারণ করবে এবং প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যে কোন বিশেষজ্ঞকে এই কমিটির সদস্য হিসেবে কো-অপ্ট করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

(খ) বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রার্থীদের আবেদনসমূহ নীতিমালা অনুযায়ী যাচাই-বাছাই করে প্রার্থীদের পূর্ণ বোর্ডে সাক্ষাৎকার গ্রহণপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন করে যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত সময়ে বাস্তবায়ন কমিটির কাছে পেশ করবে।

(গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা সহায়তা তহবিল নীতিমালা (সংশোধিত) বিশেষভাবে পরীক্ষাপূর্বক এর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সংক্রান্ত সুপারিশ প্রণয়ন করবে।

ক্রমিক সংখ্যা :...............

প্রধানমন্ত্রীর গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষা সহায়তা তহবিলের আওতায় পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর লক্ষ্যে বৃত্তির আবেদনপত্র

১। আবেদনকারীর নাম :..

২। পিতার নাম :..

৩। মাতার নাম :.... ....

৪। জন্ম তারিখ :...

৫। জাতীয়তা :.... ....

৬। ঠিকানা :..... ....

(ক) বর্তমান :..... ....

(খ) স্থায়ী :........... ....

৭। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী কোন বিষয়ের জন্য আবেদন

৮। পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর লক্ষ্যে ছাত্র/ছাত্রী হিসেবে ভর্তিকৃত কি না? | হ্যাঁ | না |

হ্যাঁ হলে :

(ক) রেজি নং.................................. (খ) সেশন...

(গ) প্রতিষ্ঠান..

৯। চাকুরীতে থাকলেঃ

(ক) প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা..

(খ) চাকুরীতে যোগদানের তারিখ.............................. (গ) পদবী..

(ঘ) স্থায়ী/অস্থায়ী...

(ঙ) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্র সংযুক্ত করতে হবে।

১০। নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে ৫০০ শব্দের মধ্যে সম্পন্নকৃত একটি বিবরণী (Synopsis) :

(ক) প্রস্তাবিত গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য;

(খ) বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা কর্মের প্রাসঙ্গিক দিক ও তার সম্ভাব্য প্রয়োগ;

(গ) গবেষণা কর্মে অনুসৃত পদ্ধতিগত কার্যক্রম;

(ঘ) গবেষণা কর্মের সম্ভাব্য ফলাফল;

(ঙ) গবেষণা পরিচালনার সম্ভাব্য সময়সূচী (গ্যান্ট চার্ট);

(বিবরণী টাইপ করে পৃথকভাবে পেশ করতে হবে)

১১। যে প্রতিষ্ঠানে/সংস্থায় গবেষণা কাজ করছেন তার নাম ও ঠিকানা..

....

১২। থিসিস তত্ত্বাবধায়কের নাম ও পদবী ....

১৩। যুগ্ম-তত্ত্বাবধায়কের নাম ও পদবী ....

১৪। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রার্থিত বিষয়ে পিএইচ.ডি. কোর্সে ভর্তির Letter of Acceptance পেয়েছেন কি না:

(উত্তর হ্যাঁ হলে Letter of Acceptance এর মূলকপি সংযুক্ত করুন) | হ্যাঁ | না |

১৫। শিক্ষাগত যোগ্যতা (সকল সার্টিফিকেট/মার্কশীটের সত্যায়িত কপি সংযুক্ত করতে হবে) :

পরীক্ষার নাম	বছর	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়	বিভাগ/শ্রেণি	মোট নম্বরের শতকরা হার/জিপিএ

১৬। বিশেষ কোর্স/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ (যদি থাকে) ....

....

১৭। গবেষণার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে)..

১৮। প্রার্থী সম্পর্কে তথ্য প্রদানে সক্ষম এমন দু'জন শিক্ষক/গবেষক-এর নাম ও ঠিকানা (তাঁদের নিকট থেকে পৃথক পৃথক প্রশংসাপত্রসহ)

(ক) ....

(খ) ....

বিঃদ্রঃ- উক্ত আবেদনের সাথে সংশ্লিষ্ট যে কোনো তথ্য আলাদাভাবে লিপিবদ্ধ করে আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে পারেন।

তারিখ.....................

....
আবেদনকারীর স্বাক্ষর

....
সহ-তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর (যদি থাকেন)

....
তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

....
প্রতিষ্ঠান/সংস্থা প্রধানের স্বাক্ষর

....
বিভাগীয় প্রধানের স্বাক্ষর